তাকফীরের মূলনীতি

বই	তাকফীরের মূলনীতি
সংকলন	মুফতী তারেকুজ্জামান
সম্পাদনা	মুফতী তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

তাকফীরের মূলনীতি

সংকলন ও সম্পাদনা
মুফতী তারেকুজ্জামান

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

তাকফীরের মূলনীতি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
যিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী / আগষ্ট ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
sijdah.com
wafilife.com
amaderboi.com

মূল্য : ৩৯০.০০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, তয় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

প্রথম মূলনীতি:

কুফরী নির্দিষ্টভাবে কারো কাফের হওয়াকে আবশ্যক করে না

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ১৫
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীরের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা ১৮
১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের বিধান তার কাছে না পৌঁছা ১৮
২. শরীয়তের কোনো নসের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অনুধাবন ২৩
সতর্কতা ২৮
যে সকল ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য ২৯
৩. নওমুসলিম হওয়া ৩০
দলীল ৩০
৪. শরীয়তের ইলম পৌঁছেনি এমন দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করা ৩৩
দলীল ৩৩
৫. অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল ৩৬
দলীল ৩৭
৬. ভুল ইজতিহাদ ৩৯
দলীল ৩৯
সতর্কতা ৪৪
কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার অনুমোদিত ক্ষেত্রসমূহ ৪৬
প্রথম অবস্থাঃ ইকরাহ তথা বাধ্যকরণ ৪৬
দলীল ৪৬
গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ ৪৮
দ্বিতীয় অবস্থাঃ তুকিয়া তথা সাবধানতা অবলম্বন ৫৮
দলীল ৫৯
তুকিয়া এবং ইকরাহের মাঝে পার্থক্য ৬৪
তৃতীয় অবস্থাঃ বড় কুফরকে প্রতিহত করা ৬৪
দলীল ৬৫

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করার শর্তসমূহ ৮১
১. পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ না থাকা ৮১
২. কুফরী সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়া ৮১
৩. প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া ৮৪

দ্বিতীয় মূলনীতি:

প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা ও শাস্তিদানে ধীরতা

দলীল ৮৭
সতর্কীকরণ ৯১
শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৯১
১. الحسنات তথা সৎকর্ম ৯১
২. البلاء তথা বিপদ ৯৩
৩. التوبة والاستغفار তাওবা ও ইসতিগফার ৯৫
৪. الشفاعة তথা শাফাআত ৯৮
৫. البنات তথা মেয়েসন্তান ১০৩
৬. الدعاء والثناء তথা মানুষের দুআ ও প্রশংসা ১০৪
৭. إقامةُ الحدِّ তথা শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা ১০৭
সতর্কীকরণ ১০৮

তৃতীয় মূলনীতি:

কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা কুফরী

দলীল ১১০
কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি ও বিশ্বাসের কয়েকটি আলামত ১১৫
ইঙ্গিতবহ কথা ১১৫
ইঙ্গিতবহ কাজ ১১৬
১. দীন নিয়ে ঠাট্টা ও নিন্দা করা ১১৬
২. দীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় এমন মজলিসে বসা ১১৮
৩. বাধ্যবাধকতা বা তুকিয়া ব্যতীত কুফরী কথা বা কাজ করা ১১৯

৪. তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা ১২১
৫. শরীয়তের বিচার-ফয়সালা থেকে বিমুখ হওয়া ১২৩
৬. কুফরী বিষয়ে মুশরিকদের অনুসরণ করা ১২৬
সতর্কবার্তা ১২৮
৭. শরীয়তের ফয়সালায় সংকোচবোধ করা ও সন্তুষ্ট না থাকা ১২৮
৮. বাহ্যিক আনুগত্য না থাকা ১৩১
৯. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করা ১৩৩
১০. মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা ১৩৪
১১. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছেড়ে দেয়া ১৩৬

চতুর্থ মূলনীতি:

ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিকটাই বিবেচিত হবে

দলীল ১৪০
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা ১৫১
১ নং মাসআলা ১৫১
২ নং মাসআলা ১৫৩
সতর্কীকরণ ১৫৫
৩ নং মাসআলা ১৫৮
৪ নং মাসআলা ১৬১
৫ নং মাসআলা ১৬২
সারকথা ১৬২

পঞ্চম মূলনীতি:

কুফরী কাজ করা ও কুফরী বাক্য উচ্চারণ করাও কুফরী

দলীল ১৬৩
সত্তাগতভাবে কিছু কুফরী আমলের বর্ণনা ১৭২
১. কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা ১৭২
২. ইসলামের কারণে কাউকে হত্যা করা, কষ্ট দেয়া, বাধা দেয়া ১৭৬
৩. যে কোনোভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা ১৭৮

ষষ্ঠ মূলনীতি:

স্পষ্ট নিদর্শন ও দলীল থাকলেই কেবল শরীয়তে বর্ণিত কুফরকে ছোট কুফর বলা যাবে, অন্যথায় নয়

দলীল ১৮৪
সারাংশ ১৯৩
সতর্কীকরণ: ১ .... ১৯৫
সতর্কীকরণ: ২ .... ১৯৫

সপ্তম মূলনীতি:

হারামকে হালালকরণ বা হালালকে হারামকরণ কুফরী

দলীল ১৯৮
কাফেরদের অনুসরণের প্রকারভেদ ২০৪
الطاعة المكفرة তথা কুফরীর ক্ষেত্রে আনুগত্য ২০৪
الطاعة المؤثمة তথা সাধারণ গুনাহের ক্ষেত্রে আনুগত্য ২০৫
الطاعة المباح তথা বৈধ ক্ষেত্রে অনুসরণ ২০৫
হারামকে হালালকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাওয়ার কারণ ২১০
হারামকে হালালকারী ব্যক্তির তাওবা কবুলের শর্তসমূহ ২১৬
একটি সংশোধন ও সতর্কীকরণ ২১৯
একটি সংশয়ের অপনোদন ২২১

অষ্টম মূলনীতি:

প্রকাশ্য ইসলামকে একমাত্র স্পষ্ট কুফরই বিনষ্ট করতে পারে

দলীল ২২৬
মাসআলা ২৩৫
তা কয়েকটি কারণে ২৩৬
সতর্কীকরণ ২৪১

নবম মূলনীতি:

জীবনের শেষ আমলই ধর্তব্য হবে

দলীল ২৪২

দশম মূলনীতি:

প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলিমকে কাফের বলা কুফরী

দলীল ২৫৩
মুসলিমকে তাকফীরকারী ব্যক্তির বিধান ২৫৫
ক. আল্লাহর হুকুমকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তনকারী ২৫৬
খ. তামাশাচ্ছলে ঠাট্টাকারী ২৫৬
গ. ভুল ব্যাখ্যাদানকারী ২৫৭
ঘ. ত্রুটিকারী মুজতাহিদ ২৫৮
সতর্কীকরণ ২৬১
সারাংশ ২৬২

একাদশ মূলনীতি:

কাফেরকে কাফের না বলা বা তার কুফরীতে সন্দেহ করা কুফরী

দলীল ২৬৩
একটি অনুধাবন ও সতর্কীকরণ ২৬৭

দ্বাদশ মূলনীতি:

ঈমানের শর্ত ভঙ্গ করা কুফরী আর সকল কুফরী বর্জন করা ঈমানের জন্য শর্ত

ঈমানের শর্তসমূহ ২৭২
ক. তাওহীদের মৌখিক স্বীকারোক্তি ২৭২
খ. তাগুতকে অস্বীকার ও বর্জন করা ২৭৩
গ. তাওহীদ সম্পর্কে সন্দিহান না থাকা ও নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা ২৭৩
ঘ. শরীয়তের প্রতি বিচার সোপর্দ করা ও আল্লাহর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ২৭৪

ত্রয়োদশ মূলনীতি:

প্রত্যেক কাফের জাহেল, কিন্তু প্রত্যেক জাহেল কাফের নয়

দলীল ২৭৭
তাকফীর বিষয়ে প্রচলিত কিছু ভুল নীতি ২৮২
১. কোনো ব্যক্তি থেকে ইসলাম বাদ দেয়ার অর্থ সে কাফের ২৮২
২. আলিফ-লামযুক্ত তথা 'আলকুফর' (الكفر) দ্বারা কুফরে আকবার উদ্দেশ্য হয় ২৮৫
৩. "الخلود في نار جهنم أبداً" তথা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার শাস্তির ভিত্তিতে তাকফীর করা ২৮৬
পরিশিষ্ট ২৮৯
আমাদের উপদেশ ২৯০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

আল্লাহর কাছে একজন মুমিন বান্দার দাম অনেক বেশি। তার জান, মাল, সম্মান সবকিছুই মূল্যবান। যথাযথ প্রমাণ ছাড়া এর ব্যত্যয় ঘটানো জঘন্য অপরাধ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সত্যিকারের একজন মুমিনের নিকট স্বীয় ঈমানের মূল্য তার জান, মাল, সম্মান; এককথায় সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, কারো ঈমানের উপর আঘাত হানা, মিথ্যারোপ করা ও এ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কতো ভয়াবহ পাপ ও মারাত্মক অন্যায়! অথচ আজ আমরা মুসলিম সমাজের সর্বত্র এ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, "অমুক কাফের, তমুক কাফের, অমুকের ঈমান নেই, তমুক জাহান্নামী" আরো ইত্যাকার ভয়ঙ্কর সব কথা। কেমন যেনো প্রতিটি দলই নিজেদের প্রতিপক্ষকে কাফের সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ব্যাপারটি খুবই ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক।

এর চেয়ে বেশি অবাক লাগে, যখন দেখি দায়িত্বশীল বড় কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে এমন স্পর্শকাতর কথা বের হয়। এককথায় বলতে গেলে সামান্য কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই গাফেল। কী আলেম আর কী জাহেল! কী হানাফী আর কী লা-মাযহাবী!! একজন কিছু বলছে তো অন্যজন আরেক ধাপ এগিয়ে তার মোকাবেলা করছে। এই হলো বর্তমান আমাদের মুসলিম সমাজের অবস্থা। অথচ এ ব্যাপারে হাদীসে মারাত্মক হুমকি এসেছে। যাকে কাফের বলা হচ্ছে, সে বাস্তবে কাফের না হয়ে থাকলে এর দরুন প্রবক্তা নিজেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে তার কোনো পরোয়া নেই।

শরীয়তে কাউকে কাফের বলাটা সাধারণ পর্যায়ের কোনো অন্যায় নয়; বরং এটা ভয়াবহ রকমের অপরাধ। তাছাড়া এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ও বটে। অনন্য বিচক্ষণতা, পূর্ণ ইলমী যোগ্যতা ও নিখুঁতভাবে যাচাই-বাছাই ছাড়া কারো জন্য কোনো মুসলিম ভাইকে কাফের

বলে আখ্যায়িত করার অনুমতি নেই। এ তিনটি গুণ যার মধ্যে অনুপস্থিত সে যতো বড় ব্যক্তিই হোক না কেনো তার জন্য কাউকে কাফের বলার অধিকার নেই। অন্যথায় সে নিজেও বিভ্রান্ত হবে এবং সাথে জাতিকেও বিভ্রান্ত করবে। এজন্যই দেখা যায়, অনেক সময় বড় মাপের আলেম হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণতা ও পূর্ণ যাচাই-বাছাই না থাকায় মারাত্মক ধরনের ভুল করে বসে। এ থেকে আমাদের সবারই অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কুফরী কাজ করা আর কাফের হয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কেউ কুফরী কাজ করেছে, কিন্তু সে এর দরুন কাফের হয়ে যায়নি। কারণ, শরীয়তে এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যা বিদ্যমান থাকাবস্থায় কেউ কুফরী কাজ করা সত্ত্বেও কাফের হয় না। এ বিষয়ে শরীয়তের বিশেষ কিছু মূলনীতি রয়েছে। সুতরাং কাউকে কাফের বলতে হলে প্রথমত কোন কোন কাজ কুফরী– সেটা জানা থাকতে হবে, পাশাপাশি কোন কোন কারণে কুফরী করা সত্ত্বেও ব্যক্তি কাফের হয় না– সেটাও জানা থাকতে হবে। এছাড়াও এতে আরো অনেক বিষয় আছে, যা একমাত্র বিজ্ঞ আলেমরাই জানেন।

তাকফীরের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হলো, সাধারণ মানুষেরা এর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না। এ ব্যাপারে নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের টুঁ শব্দ করারও অধিকার নেই। অবশ্য যাদের কুফরের বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট এবং সর্বস্বীকৃত কিংবা যারা স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ, তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। তাদেরকে কাফের বলাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং তাদের তাকফীর করাটা ওয়াজিব। আর আলেমদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছে। একদল হলো সাধারণ আলেম, যারা শুধু প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানে, দলীল-প্রমাণ তেমন বোঝে না। দ্বিতীয় আরেক দল আছে, যারা মোটামুটি দলীল-প্রমাণ বোঝে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয়গুলো দলীল-প্রমাণ সহকারে বোঝার ক্ষমতা রাখে না। এ দু'শ্রেণীর আলেমদের জন্যও এ বিষয়ে কথা বলা ঠিক হবে না। তাদের জন্যও এ ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া বৈধ হবে না। আর তৃতীয় এক শ্রেণীর আলেম আছে, যারা শরীয়াহর সব ধরনের মাসআলা-মাসায়েলের দলীল বোঝার ক্ষমতা রাখে এবং শরীয়াহর মূলনীতির উপর তাদের অসাধারণ দক্ষতা আছে।

একমাত্র এ শ্রেণীর আলেমদের জন্যই এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলা শোভা পায়। তাও আবার বিনা শর্তে নয়; বরং এর পাশাপাশি তার যথেষ্ট বিচক্ষণতা থাকতে হবে এবং যাকে কাফের বলতে চাচ্ছে, তার সকল বিষয়াদি ভালোভাবে পূর্ণ যাচাই-বাছাই করতে হবে। এর সামান্য অন্যথা বা হেরফের হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যাবে। তাই এ বিষয়টি খুবই সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা উচিত।

তাকফীরের ব্যাপারে আমাদের বাংলা ভাষায় প্রামাণ্য কোনো বই বা রচনা না থাকায় অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে না। এমনকি অনেক সাধারণ আলেমদের জন্যও আরবী বই থেকে পূর্ণ ধারণা নেয়া কষ্টকর হওয়ায় তাদেরও এ বিষয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা বা অধ্যয়ন নেই। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে আমরা কুরআন-হাদীস ও শরীয়াহর মূলনীতির আলোকে এ বইটি রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছি। এতে তেরোটি মূলনীতি উল্লেখ করে প্রত্যেকটি মূলনীতির আলোচনায় আরো অনেক বিষয় সংযোজন করে দিয়েছি। প্রতিটি বিষয়কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রামাণ্য করে উপস্থাপন করেছি। এটা অধ্যয়ন করলে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে তাকফীরের যে প্রচলন আছে, তা কিছুটা হলেও কমে আসবে আশা করা যায়। আর তাকফীরের অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারলে আমাদের পরস্পরে মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা মুসলিমরা কাছাকাছি হতে পারবো। আমাদের একতা বৃদ্ধি পাবে, তাগুতের কূটকৌশল ব্যর্থ হবে। সর্বোপরি মুসলিম জাহানের উপকার হবে।

আমাদের এ বই রচনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এটা পড়ে আমরা নিজেরাই তাকফীর শুরু করে দিবো। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তাকফীরের ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে যে প্রান্তিকতার খেলা চলছে, তার অসারতা অনুধাবন করতে সাহায্য করা, পাশাপাশি এ ব্যাপারে শরীয়তে যে ধমকি আসছে– তা প্রসার করে এ থেকে নিবৃত্ত থাকার আহবান জানানো। তাকফীর করা তো বিজ্ঞ আলেমদের কাজ, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর না কোনো প্রয়োজন আছে আর না কোনো অবকাশ আছে।

তাই এ বই পড়ে আমরা কোনো ফতোয়াবাজি করতে যাবো না; বরং আমরা এ থেকে নিজেরাও বিরত থাকবো এবং যারা না জেনে এতে ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত তাদেরকেও এ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলবো। অন্যকে কাফের বলতে গিয়ে যদি আমার নিজের ঈমানই বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা করে আমাদের লাভটা কী? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন এবং যারা এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করছে, তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করুন। আমীন!

প্রথম মূলনীতি:

কুফরী নির্দিষ্টভাবে কারো কাফের হওয়াকে আবশ্যক করে না

ব্যাখ্যা: শরীয়তের নসসমূহে উল্লিখিত সাধারণ তাকফীর নীতির উপর ভিত্তি করে সর্বদা এমন ব্যক্তি বিশেষকে কাফের সাব্যস্ত করা সঠিক নয়, যারা সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। কেননা, কারো মাঝে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি এবং তাকফীরের শর্তসমূহের অনুপস্থিতি থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রথমে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা ও শর্তসমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন।

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

যে সকল অক্ষমতা চেষ্টা-সাধনা করা সত্ত্বেও দূরা করা সম্ভব হয়নি, সে সকল অক্ষমতার কারণে ব্যক্তির উপর সংশ্লিষ্ট হুকুম আরোপিত করা যায় না। সেটা যে ধরনের হুকুমই হোক না কেনো। তার অক্ষমতা ততোক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য হবে, যতোক্ষণ না সে উক্ত অক্ষমতাকে দূর করতে সক্ষম হবে।

যে কারণে তার এ অক্ষমতা হয়ে থাকে, শরীয়তে সেসব কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। এ প্রতিবন্ধকতা শরীয়তের কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাহ্য হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ কারণটা ব্যক্তির সত্তাগত হতে পারে। যেমন, সে বধির (যে কারণে সে শুনতে সক্ষম নয়) বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের হুকুম বুঝতে সে অক্ষম হয়। অথবা সে কারণটা ব্যক্তির সত্তাগত না হয়ে সে যে পরিবেশে বসবাস করে অথবা যে সময়ে জীবনযাপন করছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। শরীয়তের বিপরীত কাজকারী যে কারণে শরীয়তবিরোধী কাজ করেছিলো অথবা যে কারণে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত হয়েছিলো, সে কারণটি বা অক্ষমতাটি দূর করার শক্তি অর্জিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি দুনিয়া, দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও দুনিয়ার আকর্ষণের প্রতি ঝুঁকে থাকে এবং তার অক্ষমতা কাটিয়ে উঠার কোনো রকম চেষ্টাই না করে, অক্ষমতা থেকে মুক্তির জন্য সাধ্যমতো

পরিশ্রম না করে, তাহলে এমতাবস্থায় শাস্তি আরোপের প্রতিবন্ধকতাসমূহ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তেমনিভাবে যদি কেউ শরীয়তবিরোধী কাজ বা শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে কুফরে আকবারে পতিত হয়, তার ক্ষেত্রেও কোনো রকম ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। তখন তাকে নির্দিষ্ট করে তাকফীর করতে হবে।

পবিত্র কালামুল্লাহতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم.

"অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য পরিমাণে ভয় করো।"[১]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا.

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।"[২]

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন–

وَقَوْلُهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أَيْ لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না"– এর অর্থ হলো, তিনি কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননি। এটি সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অসীম দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বহিঃপ্রকাশ।[৩]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

انَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১. সূরা তাগাবুন: ১৬
২. সূরা বাকারা: ২৮৬
৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৫৭২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, "আমি তোমাদের যা করতে নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকো আর যা করতে আদেশ করি, তা সাধ্য অনুযায়ী পালন করো।"[৪]

ইমাম ইযযুদ্দীন আব্দুল আযীয বিন আব্দুস সালাম রহ. বলেন-

(قَاعِدَةٌ) وَهِيَ أَنَّ مَنْ كُلِّفَ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّاعَاتِ فَقَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ.

অর্থাৎ মূলনীতি হলো– যার উপর কোনো ইবাদত বাধ্য করা হয়েছে, অথচ সে তার কিছু করতে সক্ষম আর কিছু করতে অক্ষম, তাহলে সে যতোটুকু করতে সক্ষম ততোটুকুই আদায় করবে এবং অক্ষম হওয়া অংশটুকু তার দায়িত্ব থেকে বাদ পড়ে যাবে।[৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

أَنَّ هَذَا الْعُذْرَ لَا يَكُونُ عُذْرًا إِلَّا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ إِزَالَتِهِ, وَإِلَّا فَمَتَى أَمْكَنَ الْإِنْسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ, فَقَصَّرَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا.

অর্থাৎ ওযর তখনই শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন কোনো ব্যক্তি তার অক্ষমতাকে দূর করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু কেউ যদি সত্যটা জানতে সক্ষম হয়েও চেষ্টায় ত্রুটি করে, তাহলে সে আর মাযূর (অপারগ) বলে গণ্য হবে না।[৬]

৪. সহীহ মুসলিম: ৪/১৮৩০, হা. নং ১৩৩৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

৫. কাওয়ায়িদুল আহকাম: ২/৭ (মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যা, কায়রো)

৬. রফউল মালাম: পৃ. ৭৫ (আর রিয়াসাতুল আম্মাহ, রিয়াদ)

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীরের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

স্মর্তব্য যে, কুফরী আর কাফের হওয়া এক জিনিস নয়। অনেক ক্ষেত্রে কুফরী পাওয়া গেলেও ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না। এজন্য কারো কোনো কুফরী কাজ দেখেই তাকে কাফের সাব্যস্ত করা ঠিক নয়; বিশেষত সে যখন পূর্ব থেকেই মুসলমান বলে পরিচিত। কারণ, কাফের হওয়ার জন্য কুফরী কাজ প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে কাফের হওয়ার প্রতিবন্ধক কোনো কারণ না থাকাও শর্ত, যা একমাত্র বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ-ই নির্ণয় করতে পারে। তাই সাধারণ কারো জন্য নিজের পক্ষ থেকে কাউকে কাফের বলে দেয়া মারাত্মক ও জঘন্যতম একটি অপরাধ। এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কাফের হওয়ার প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের বিধান তার কাছে না পৌঁছা

শরীয়তের বিধিবিধান না পৌঁছার কারণে যে ব্যক্তি কুফরীতে লিপ্ত হয়, তাকে শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে না এবং তাকে তাকফীরও করা হবে না। হ্যাঁ, যদি শরীয়তের হুকুম জানা সত্ত্বেও সে তা অস্বীকার বা নিন্দা ও তিরস্কার করে কিংবা বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে নির্দিষ্টভাবে তাকফীর করা যাবে।

দলীল:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“আমি রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে মানুষের জন্য আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ না থাকে।”[৭]

৭. সূরা নিসা: ১৬৫

অন্য আয়াতে তিনি বলেন–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।"[৮]

অন্যত্র তিনি বলেন–

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

"এটা এজন্য যে, তোমার রব অন্যায়ভাবে কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না, যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে।"[৯]

আল্লামা শানকীতী রহ. বলেন–

وهذه الآيةُ الكريمةُ تدلُّ على أن الله لن يعذبَ قومًا لَا بهلاكٍ مُسْتَأْصِلٍ في الدنيا، ولَا بعذابٍ في الآخرةِ، حتى يُنْذِرَهُمْ على ألسنةِ رسلِه في دارِ الدنيا، وَيُكَذِّبُوا.

অর্থাৎ এ আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কোনো জাতিকে সমূলে ধ্বংস এবং আখিরাতে আযাব প্রদান করবেন না, যতোক্ষণ না পার্থিব জগতে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[১০]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، رَجُلًا يَقُولُ: وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ.

---

৮. সূরা বনী ইসরাঈল: ১৫

৯. সূরা আনআম: ১৩১

১০. আল আযবুন নামীর: ২/২৮০ (দারু আলামিল ফাওয়ায়েদ, মক্কা)

সাদ বিন উবাইদা রহ. থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযি. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'কাবার শপথ'। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করলো, সে কুফর ও শিরকে নিপতিত হলো।[১১]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা কুফর ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ লোকটি এমনটা করা সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযি. তাকে কাফের বা মুশরিক আখ্যায়িত করেননি। আর এর একমাত্র কারণ ছিলো, তিনি এ মাসআলার ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার উমার বিন খাত্তাব রাযি.-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি একটি দলের সহিত সফররত অবস্থায় স্বীয় পিতার নামে শপথ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজ পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কেউ শপথ করতে চাইলে সে যেনো আল্লাহর নামেই করে, অন্যথায় সে যেনো চুপ থাকে।"[১২]

---

১১. মুসনাদে আহমাদ: ১০/২৪৯, হা. নং ৬০৭২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)
১২. সহীহ বুখারী : ৮/১৩২, হা. নং ৬৬৪৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার কারণে সর্বদাই তার উচ্চারণকারীকে কাফের বা মুশরিক সাব্যস্ত করা যায় না। উমার রাযি. যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করার এ নিষেধাজ্ঞাটি পূর্বে শুনেননি তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ ওযর গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কাফের না বলে বরং মাসআলাটি জানিয়ে ভবিষ্যতে এ থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ করাই যথেষ্ট মনে করলেন।

মুসনাদে আহমাদে এমন আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে–

> عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:..... فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا،
>
> আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন...... অতঃপর তাঁর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী, এটা একটি অবুঝ পশু হয়েও আপনাকে সিজদা করছে! আর আমরা তো বুঝমান, তাই আমরাই আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনো মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সিজদা করা শোভা পায় না। যদি কোনো মানুষ সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত হতো, তাহলে অবশ্যই আমি স্বামীর হকের সম্মানার্থে স্ত্রীকে তার স্বামীর সিজদা করতে আদেশ করতাম।[১৩]

শিরকী কাজের ইচ্ছা করাটা শিরক হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সিজদা করতে ইচ্ছা পোষণকারী সাহাবাকে মুশরিক সাব্যস্ত করেননি; শুধু মাসআলা শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট মনে করলেন।

---

১৩. মুসনাদে আহমাদ: ২০/৬৪-৬৫, হা. নং ১২৬১৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

এর বিপরীত কারো নিকট শরীয়তের বিধান পৌঁছার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তবিরোধী কাজ করলে তার ব্যাপারে কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ করে, যখন সে বিরোধিতা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন সুনানে আবু দাঊদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الغَنِيمَةِ. فَقَالَ: أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ.

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিলো, যখন গনীমত আসতো, তখন মানুষদেরকে আহ্বান করার জন্য বিলাল রাযি.-কে আদেশ দিতেন। তারা গনীমতের মাল নিয়ে এলে গনীমতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে মানুষের মাঝে তা বণ্টন করা হতো। একবার একলোক গনীমত বণ্টনের পরে চুলের তৈরি একটি নাকলাগাম নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এটি গনীমত হিসেবে পেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তিনবার বিলালের ডাক শুনতে পাওনি? লোকটি বললো, জি, শুনতে পেয়েছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি এটি নিয়ে আসলে না কেনো? সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ক্ষমা চাইলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এটি কিয়ামতের দিন সাথে নিয়ে উঠবে। তোমার নিকট থেকে এটি কখনো গ্রহণ করা হবে না।[১৪]

---

১৪. সুনানে আবু দাউদ: ৩/৬৮, হা. নং ২৭১২ (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

ভেবে দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাহাবীর এ ওযর গ্রহণ করেননি। কেননা, শরীয়তের আহ্বান তার নিকট পৌঁছা সত্ত্বেও সে অমান্য করেছে। অথচ তার এ অমান্য করাটা কুফরের পর্যায়ে ছিলো না। তাহলে ঐ ব্যক্তির হুকুম কী হবে, যার কর্ম কুফরের পর্যায়ে উপনীত হয়? নিঃসন্দেহে তার ক্ষেত্রে আরো নিশ্চিতভাবে কোনো ওযর ধর্তব্য হবে না।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এ উম্মতের কোনো ইয়াহুদী-নাসারা আমার সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী।[১৫]

এ হাদীসে আযাব এবং জাহান্নামে প্রবেশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও ঈমান না আনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, অজানা অবস্থায় কোনো কুফর বা শিরক প্রকাশ পেলে তা ক্ষমাযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু জ্ঞাতসারে কোনো ওযর শোনা হবে না।

২. শরীয়তের কোনো নসের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অনুধাবন

যদি কেউ শরীয়তের কোনো নসের উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অনুধাবনের শিকার হয়ে শরীয়ত বিরোধিতা বা কুফরে নিপতিত হয় আর আভিধানিকভাবে উক্ত নসটি এ ব্যাখ্যা বা অনুধাবনের সম্ভাবনাও রাখে, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে না।

---

১৫. সহীহ মুসলিম: ১/১৩৪, হা. নং ১৫৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

দলীলঃ

কুদামা বিন মাযঊন রাযি. এবং তাঁর কিছু সাথীর ঘটনা। তারা একটি আয়াতের ভুল অনুধাবনের কবলে পড়ে মদকে হালাল সাব্যস্ত করেন। তাদের পক্ষ থেকে পেশকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা এ রকম হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় জাগে। তাই তাদেরকে নির্দিষ্ট করে ব্যক্তি পর্যায়ে কাফের সাব্যস্ত করা হয়নি। তারা যে আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন তা হলো–

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই; যখন তারা সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে।"[১৬]

এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা মদপান করেন। তারা ভেবেছিলেন, ঈমান আনার পর সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বন করলে মদপান বৈধ হয়ে যায়। অথচ এ আয়াতে শুধু পূর্ববর্তীদের অজ্ঞাত অবস্থায় মদপান করার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়নি– সে কথা বোঝানো হয়েছে।

আয়াতটির শানে নুযূলঃ

উহুদ যুদ্ধের পর মদ হারাম করা হয়। তখন কিছু সাহাবী বলে উঠলেন, তাহলে আমাদের যে সকল সাথী মদপান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কী হবে? এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোনো বস্তুকে হারাম করার আগে যদি কেউ সে বস্তু থেকে ভক্ষণ করে, তাহলে সে তাকওয়া অবলম্বন ও সৎকর্ম করে থাকলে তার কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু কুদামা রাযি. এবং তাঁর কতিপয় সাথী এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা বুঝে নিজেদের জন্যও তা সাব্যস্ত করেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, এ আয়াতটি তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে তারা নিজেদের জন্য মদকে হালাল করে ফেলেন।

১৬. সূরা মায়িদাঃ ৯৩

ঘটনাটি শারহু মাআনিল আসারে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَرِبَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ وَعَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالُوا هِيَ حَلَالٌ وَتَأَوَّلُوا {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] الْآيَةَ. فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ابْعَثْ بِهِمْ إِلَيَّ قَبْلَ أَنْ يُفْسِدُوا مَنْ قِبَلَكَ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ اسْتَشَارَ فِيهِمِ النَّاسَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَرَى أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ. فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ، فَإِنْ تَابُوا ضَرَبْتُهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ لِشُرْبِهِمِ الْخَمْرَ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا ضَرَبْتُ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا, فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ.

অর্থাৎ আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিরিয়ার কতিপয় লোক মদপান করেছিলো। তখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন ইয়াযীদ বিন আবু সুফইয়ান রহ.। তারা দাবি করলো, এটা হালাল এবং দলীলস্বরূপ এ আয়াত বললো, "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই।" [সূরা মায়েদা: ৯৩] ইয়াযীদ রহ. তাদের ব্যাপারে ফয়সালার জন্য উমার রাযি.-এর নিকট পত্র লিখলেন। উত্তরে উমার রাযি. লিখলেন, তোমার ওখানে ফাসাদ সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তারা যখন উমার রাযি.-এর নিকট আসলো, তখন তিনি তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা দেখছি যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং আল্লাহ অনুমতি দেননি এমন জিনিসকে তারা বৈধ

করেছে। অতএব আপনি তাদেরকে হত্যা করুন। আলী রাযি. তখন চুপ করে ছিলেন। উমার রাযি. তাঁকে বললেন, হে আবুল হাসান, তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী? জবাবে আলী রাযি. বলেন, আমার মতে আপনি তাদেরকে তাওবা করতে বলুন। যদি তারা তাওবা করে, তাহলে আপনি তাদেরকে মদপান করার শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন। আর যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে আপনি তাদেরকে হত্যা করে ফেলুন। কারণ, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং দীনের মধ্যে এমন কিছু বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। এরপর উমার রাযি. তাদেরকে তাওবা করতে বললে তাঁরা তাওবা করলেন। অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হলো।[১৭]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا.

অর্থাৎ একপর্যায়ে উমার রাযি. ও শূরা সদস্য সবাই একমত হলেন যে, কুদামা বিন মাযঊন রাযি. এবং তাঁর সাথীদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। অতঃপর যদি তারা হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, তাহলে (মদপানের শাস্তিস্বরূপ) বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি তা স্বীকার না করে, তাহলে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হবে।[১৮]

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় আল আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন–

عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرًا فَقَالَ: يَا طُلَيْقُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭. শারহু মাআনিল আসার: ৩/১৫৪, হা. নং ৪৮৯৯ (আলামুল কুতুব, বৈরূত)
১৮. আস সারিমুল মাসলূল: পৃ. ৫৩০ (আল হারাসুল ওয়াতনী, সৌদিআরব)

يَقُولُ: (يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بعد دخول) ونحن نقرأ الذي تقرأ.

তাল্‌ক বিন হুবাইব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শাফাআত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সবচে বেশি কঠোর ছিলাম। তারপর এ ব্যাপারে জাবির রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে তুলাইক, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "জাহান্নামে প্রবেশের পর কিছু মানুষকে বের করে আনা হবে। তুমি যে কিতাব পড়ো, আমরাও একই কিতাব পড়ি।"[১৯]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ، حَتَّى لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كُلَّ آيَةٍ ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خُلُودُ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا طَلْقُ، أَتُرَاكَ أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، وَأَعْلَمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَاتَّضَعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، بَلْ أَنْتَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِّي، قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قَرَأْتَ أَهْلُهَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوبًا، فَعُذِّبُوا بِهَا، ثُمَّ أُخْرِجُوا، صُمَّتَا - وَأَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ»، وَنَحْنُ نَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ

তাল্‌ক বিন হুবাইব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শাফাআত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সবচে বেশি কঠোর ছিলাম। এরপর একবার জাবির রাযি.-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তার নিকট ঐসব আয়াত পড়ে শোনালাম, যেথায় আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী হওয়ার কথা বলেছেন। তখন

১৯. আল আদাবুল মুফরাদ: পৃ. ৪৩৯-৪৪০, হা. নং ৮১৮ (মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ)

> তিনি আমাকে বললেন, হে তাল্‌ক, তুমি কি নিজেকে আমার চেয়ে কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ভাবো? আমি নত হয়ে বললাম, না, আল্লাহর শপথ; বরং আপনিই আমার চেয়ে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি বললেন, তুমি যাদের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহতে পড়েছো যে, তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে না, তারা হলো মুশরিক। কিন্তু কিছু গুনাহগার লোক থাকবে, যাদেরকে শাস্তি দেয়ার পর জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। তিনি স্বীয় দু'কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ কানদ্বয় বধির হয়ে যাক, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। তুমি যে কিতাব পড়ো, আমরাও একই কিতাব পড়ি।"[২০]

তাল্‌ক রহ. ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে অগ্রবর্তী একজন তাবেয়ী। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ দ্বারা শাফাআত সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিতাবুল্লাহর কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা বুঝে শাফাআতকে অস্বীকার করতেন। মুশরিকদের ক্ষেত্রে নাযিলকৃত সে সকল আয়াতকে তিনি গুনাহগার মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। অবশেষে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযি. তাঁর এ ভুল অনুধাবন দূর করে দেন।

সতর্কতাঃ

সব ধরনের ভুল ব্যাখ্যাকারীই মাযূর বলে গণ্য হয় না এবং যে কোনো ধরনের ভুল ব্যাখ্যাই ভুল ব্যাখ্যাকারীর তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি এমন ভুল ব্যাখ্যা করে যে, নসের আভিধানিক অর্থ, নসের কোনো ইঙ্গিত বা লক্ষণ এমন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না; যেমন দীনের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী বাতেনী এবং অন্যান্য বাতিলপন্থীদের ব্যাখ্যা। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা মূলত দীনের বিকৃতি, দীনের উপর মিথ্যারোপ এবং দীনকে অস্বীকৃতির নামান্তর। এরকম ভুল ব্যাখ্যাকারীর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। এসব ভুল

---

২০. মুসনাদে আহমাদঃ ২২/৪০৪-৪০৫, হা. নং ১৪৫৩৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

ব্যাখ্যা তাদেরকে নাস্তিকতা এবং সুস্পষ্ট কুফরীতে নিমজ্জিত করে। তাই দীনের এ বিকৃতিসাধনকে যতোই ভুল ব্যাখ্যা নাম দেয়া হোক, তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যাকারীকে উলামায়ে কেরাম কাফের বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

যে সকল ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্যঃ

নসের মধ্যে কোনো ইঙ্গিত বা নিদর্শন থাকা, যদ্দরুন এমন ভুল ব্যাখ্যা বোঝার সম্ভাবনা থাকে। চাই তা আভিধানিক অর্থের কারণে হোক বা শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা থাকার কারণে হোক। কিংবা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও রহিতকারী নস সম্পর্কে না জানা থাকায় কোনো অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত বা রহিত দলীলের উপর নির্ভর করার কারণে হোক। অথবা কোনো ব্যাপক দলীলের বিপরীত নির্দিষ্টকারী দলীল না জানা থাকায় কিংবা কোনো নিঃশর্ত দলীলের বিপরীত শর্তযুক্ত দলীল না জানা থাকার কারণে হোক। এ ধরনের কোনো কারণে যদি সে কুফরী কথা বা ব্যাখ্যা বলে থাকে, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার এ ভুল ব্যাখ্যাটি ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা তার কাফের হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।

এক্ষেত্রে তাকফীরের প্রতিবন্ধকটিকে শক্তিশালী ও দুর্বল করবে ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক লক্ষণগুলো। দেখতে হবে– সে কী মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য আয়াতের অনুকরণ করে মুহকামাত তথা স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াতের উপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছে? তার সম্পর্কে কি এটা জানা গেছে যে, সে সীমালঙ্ঘন করে নাস্তিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়? কিংবা সে কি শরীয়তের দলীলগুলোর আলোকে ফয়সালা না করে নিজ জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে বিচার করে? সে বিদআতী এবং প্রবৃত্তির পূজারি হিসেবে কুখ্যাত নাকি আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত? তারপর দেখতে হবে, কতোগুলো মাসআলার ক্ষেত্রে তার পদস্খলন ঘটেছে? কোনগুলো বেশি হয়েছে? সঠিক মাসআলা না ভুল মাসআলা? সে ভুলগুলো ইচ্ছে করে করেছে নাকি ভুল ইজতিহাদের কারণে হয়ে গেছে? এ সকল বিষয়াদির আলোকে বিবেচনা করতে হবে ভুল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাকে মাযূর ধরা হবে নাকি ধরা হবে না। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

৩. নওমুসলিম হওয়াঃ

কোনো ব্যক্তি নতুন মুসলমান হয়ে যদি কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ বা কুফরী কর্ম করে ফেলে, তাহলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে না; বরং তাকে মাযূর বলে গণ্য করা হবে। কেননা, স্বাভাবিকত একজন নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পরপরই বিশুদ্ধ আকীদা ও প্রয়োজনীয় মাসআলা শিখতে সক্ষম হয় না। আর ইতঃপূর্বে গত হয়েছে যে, অক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো হুকুম আরোপিত হওয়াকে রহিত করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এমন (নওমুসলিম) হবে অনুমান করা কঠিন নয় যে, তার থেকে এমন কোনো কর্ম সংঘটিত হয়ে যাবে, যা কুফর বলে পরিগণিত হয়। সে হয়তো ভাববে, এ কাজটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

দলীলঃ

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

আবু ওয়াকিদ লাইসী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইন যুদ্ধে বের হলেন, তখন পথিমধ্যে 'যাতু আনওয়াত' নামক মুশরিকদের বিশেষ একটি গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এর উপর তারা তলোয়ার লটকিয়ে রাখতো। অতঃপর কতিপয় (নওমুসলিম) সাহাবা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওদের যেমন একটা যাতু আনওয়াত আছে আমাদের জন্যও একটা যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সুবহানাল্লাহ! এটা তো তেমনই কথা যেমনটি বলেছিলো মূসা আ.-এর সম্প্রদায় যে, 'তাদের